ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

আকিদার গুরুত্ব

ইসলাম বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ের নাম। তবে ঈমানই হলো ইসলামের মূলভিত্তি। যাবতীয় আমল ও কর্মকাণ্ড আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া সম্পূর্ণরূপে আকিদা সঠিক হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। ধর্ম বিশ্বাস বলতে আমরা দু'টি শব্দ ব্যবহার করে থাকি, ঈমান ও আকিদা। হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে ধর্ম বিশ্বাস বুঝাতে আকিদা শব্দের ব্যবহার শুরু হয়।

আকিদার শাব্দিক অর্থ : আকিদা শব্দটি আকদুন শব্দ থেকে নির্গত। আকিদা একবচন; যার বহুবচন হলো আকায়িদ। আকিদার শাব্দিক অর্থ- বন্ধন করা, গিরা দেয়া, চুক্তি করা।

আকিদার পারিভাষিক অর্থ : শরীয়তের দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহের ওপর অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকে আকিদা বলা হয়।

মৌলিকভাবে ছ'টি বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হবে

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান
২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান
৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান
৪. নবি-রাসূলগণের প্রতি ঈমান
৫. পরকালের প্রতি ঈমান
৬. তাকদিরের প্রতি ঈমান

তাওহিদ

তাওহিদ ইসলামের প্রথম খুঁটি। তাওহিদ মানে এক মানা ও স্বীকার করা। অর্থাৎ আল্লাহ এক, একক ও অদ্বিতীয়। কথা ও কাজে তার একত্বে ও এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনিই একমাত্র বিশ্ব ও বিশ্বে যা কিছু আছে সবকিছুর স্রষ্টা, আইনদাতা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এসব ব্যাপারে তার কোন শরীক নেই। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা জনগণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়।

তাওহিদের চরিটি দিক

১. আল্লাহর জাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। খোদায়ীর ব্যাপারে কাউকে অংশীদার মানলে আল্লাহর মূলসত্ত্বায় শিরক হবে। যেমন- খ্রিস্টানদের তিন খোদায় বিশ্বাস।
২. আল্লাহর বিশেষ গুণাবলী যা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সেগুলো অন্য কারে মধ্যে আছে বিশ্বাস করলে শিরক হবে। যেমন- কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করা।
৩. আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ক্ষমতা বা ইখতিয়ারসমূহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আছে বলে মনে করা শিরক। যেমন- কোন কিছু হালাম-হারাম করা, জীবন-বিধান রচনা করা।
৪. বান্দার ওপর আল্লাহর যেসব বিশেষ অধিকার রয়েছে তার কোনটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মেনে নেয়া। যেমন- কাউকে সিজদা করা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিচিতি

اهل (আহ্‌ল) শব্দের অর্থ অনুসারী।

سنة (সুন্নাহ) এর শাব্দিক অর্থ জীবন-পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে রাসূলে কারীম (সা) এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তার সামগ্রিক জীবনাদর্শকে সুন্নাহ বলা হয়। ইহইয়াউস সুনান গ্রন্থে সুন্নাতের পারিভাষিক অর্থ এভাবে বলা হয়েছে- "রাসুলে কারীম সা. যে কথা যেভাবে যতটুকু বলেছেন তা সেভাবে ততটুকুই বলা, যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকুই করা এবং তিনি যে কথা বলেননি তা না বলা এবং যে কাজ করেন নি তা না করার নামই সুন্নাহ।"

اهل السنة শব্দের অর্থ, রাসূল (সা) এর সুন্নাহ-এর অনুসারী।

জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য : সাহাবিগণ ও সাহাবিগণের অনুসারী তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িগণের যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূলধারার আলিম ও ইমামগণ।

اهل السنة و الجماعة (আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ) বলা হয় : রাসূলে কারীম সা. এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. ও তাঁদের অনুসারী তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িগণের যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূলধারার আলেম ও ইমামগণের হুবহু পদাঙ্ক অনুস্বরণকারী দল।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১. কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা

শরিয়তের শিক্ষা কিতাবুল্লাহ ও রিযালুল্লাহর সমন্বয়ে লাভ হয়। দু'য়ের কোন একটিকে বাদ দিয়ে শরিয়তের সঠিক শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা সুরা ফাতেহায় সঠিক পথের দিশা পাওয়ার জন্য অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের পথ অনুসরণের কথা বলেছেন। এতে বোঝা যায়, হেদায়েত পেতে হলে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিতাবুল্লাহ ও রিযালুল্লাহ এ দু'টি একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিতাবের সঠিক শিক্ষা লাভ হবে রিযালুল্লাহর মাধ্যমে। অন্যদিকে রিযাল অনুসরণযোগ্য কিনা তা মাপা হবে কিতাবুল্লাহর পাল্লায়।

২. আকিদা, আমল এবং কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

قوله تعالى: وكذالك جعلناكم امة وسطا-

অর্থ : এবং সেভাবেই তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি। (সুরা বাকারা : ১৪৩)

মধ্যমপন্থা গ্রহণ করার অর্থ হলো ইফরাত তথা বাড়াবাড়ি বা তাফরিত তথা ছাড়াছাড়ি না করা। মূলত ইসলামের আকিদা বিশ্বাস ও আমল সব ক্ষেত্রে রয়েছে ই'তিদাল বা ভারসাম্যতা। যেমন-

ক) আল্লাহর সত্তার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে

যারা একেবারেই খোদাকে স্বীকার না করার মতো ছাড়াছাড়ি করে তারা হলো নাস্তিক আর যারা খোদাকে স্বীকার করে তবে একাধিক খোদাকে স্বীকার করে তারা বাড়াবাড়ির মধ্যে রয়েছে। যেমন : ইহুদী, খৃস্টান ও হিন্দুগণ এরূপ বাড়াবাড়ির শিকার।

খ) রিসালাতের ক্ষেত্রে

قوله تعالى : وقالت اليهود عزير ابن الله الاية

قوله تعالى : وقالت النصارى المسيح ابن الله الاية

খৃস্টানরা হযরত ঈসা আ. কে এবং ইহুদীরা হযরত ওজাইর আ. কে আল্লাহর পুত্র বলে বাড়াবাড়ি করেছেন। পক্ষান্তরে যারা নবী-রাসূলদেরকে অমান্য করেছেন এমনকি নবী রাসূলদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে তারাও ছাড়াছাড়ির স্বীকার।

قوله تعالى : ففريقا كذبتم و فيقا تقتلون الاية

গ) ইসলামী রাজনীতির ক্ষেত্রে

কেউ কেউ একথা বলেন যে, রাজনীতি ইসলামে নেই অর্থাৎ ইসলাম রাজনীতি মুক্তধর্ম; তারা ছাড়াছাড়ির শিকার। আবার মওদুদীরা বলেন ইসলাম হলো রাজনীতি সর্বস্ব ধর্ম। ইসলামের মূখ্য উদ্দেশ্যই হলো রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করা।

৩. চার দলিলকে ভারসাম্যতার সহিত মান্য করা

ক) যারা কুরআন মানেন কিন্তু হাদিস মানেন না, তারা পথ ভ্রষ্ট। যেমন- আহলে কোরআন।

খ) যারা ইজমা মানেন না, তারাও পথ ভ্রষ্ট। যেমন- আহলে হাদিস।

গ) যারা এসবের উপর কিয়াস বা আকল কে প্রাধান্য দেন, তারাও পথভ্রষ্ট। যেমন- মু'তাজিলা

৪. সত্য প্রকাশে কারো পরোয়া না করা

৫. পরাজিত মানসিকতা নিয়ে কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যা না দেয়া

বাতিল ফেরকাগুলোর উৎপত্তির কারণ

১. ইফরাত ও তাফরিত (শিয়া, খারেজী, মওদুদী প্রভৃতি)
২. দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিকে অহীর মতই আকিদার উৎস হিসেবে গণ্য করা (মু'তাযিলা)
৩. কিতাবুল্লাহ ও রিযালুল্লাহকে না মানা (মওদুদি, আহলে হাদিস প্রভৃতি)
৪. অন্য জাতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া
৫. চার দলিলকে দলিল হিসেবে ভারসাম্যতার সাথে গ্রহণ না করা
৬. মুহকাম আয়াত রেখে মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ করা

বাতিল ফেরকাগুলোর মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১. আকিদার জন্য ওহীর অতিরিক্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীলতা। যেমন- দর্শন, যুক্তি ইত্যাদি।
২. আকিদার জন্য সুন্নাহকে গুরুত্ব না দেয়া।
৩. উগ্রতা, নিজের মতকেই চূড়ান্ত মনে করা।

কয়েকটি ধর্মীয় ভ্রান্ত মতবাদ

১. শিয়া মতবাদ

শিয়া শব্দের অর্থ দল, অনুসারী, সমর্থক, সাহায্যকারী ইত্যাদি।
বর্তমান পরিভাষায় শিয়া বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি হযরত আলী (রা) ও আহলে বাইতের সমর্থক ইমামত আকিদায় বিশ্বাসী এবং হযরত আবু বকর (রা) ও ওমর রা.-এর চেয়েও হযরত আলী রা. কে অধিক মর্তবা প্রদান করেন।

উৎপত্তির কারণ

মুসলিম উম্মাহর প্রথম এ ফেরকাটির উদ্ভব হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তি ঘটে। এই ফেরকার মূলভিত্তি আলী (রা) ও তার বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দাবি। এ দাবিকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে অনেক আকিদার জন্ম হয়।

প্রেক্ষাপট

রাসূল (সা) এর আগমনের সময় আরবের কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। আরবরা রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বুঝতো না। বুঝতো গোত্রপ্রধানের আনুগত্য। গোত্রপ্রধানের পর তার বংশধরদের মধ্য হতে শাসক নির্ধারিত হত। আরবের বাহিরে বিশ্বের অন্যত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল বংশতান্ত্রিক। এছাড়াও অধিকাংশ ধর্ম ছিল বংশতান্ত্রিক। হযরত ওসমান (রা) এর সময়কাল থেকে কিছু মানুষ প্রচার করতে থাকে যে, ইসলামের রাষ্ট্রক্ষমতা হবে বংশতান্ত্রিক। ইসলামের বিধান মতে রাষ্ট্র ক্ষমতা বা ইমামত আলী (রা) ও তার বংশধরদের পাওনা। তাঁকে বাদ দিয়ে যারা ক্ষমতা দখল করেছে তারা ওহি অমান্যকারী ও জালিম। তাওহিদ, রেসালাতের পর তৃতীয় বিশ্বাস হলো আলী (রা) এর ইমামতের সাক্ষ্য দেয়া। এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদের মধে আরো অনেক বিশ্বাস জন্ম নেয়।

দল-উপদল

শিয়াদের প্রথমত তিনটি দল ১। তাফজিয়্যা ২। সাবাইয়্যাহ ৩। গুলাত।
গুলাতের উপদল ২৪টি যাদের একটি হলো ইমামিয়্যাহ। ইমামিয়্যাহদের প্রধান উপদল তিনটি ১। শিয়া ইসনা আশারিয়াহ ২। শিয়া ইসমাইলিয়্যাহ ৩। শিয়া যায়েদিয়্যাহ। শিয়াদের প্রধান দলটিকে শিয়া ইমামিয়্যাহ বা ইসনা আশারিয়্যাহ বলা হয়। এরাই বর্তমান ইরান বিপ্লবের নায়ক এবং শিয়াদের প্রধান দল।

আকিদাসমূহ

ক. ইমামত সংক্রান্ত আকীদা

শিয়া সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি ইমামতের আকিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ধারণা, যেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত, তেমনিভাবে ইমামগণও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত। নবিগণের মত তারাও সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র এবং মা'সুম। এ সকল ইমামদের নিকট নবিগণের মত আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে। জীবনের সর্বস্তরে তাদের আনুগত্য করা ফরয। শরঈ বিধানকে তারাই কার্যকরী করে। এমনকি তারা কুরআনের যে কোন বিধানকে প্রয়োজনে রহিত এবং মওকুফ করারও অধিকার রাখে।

খ. কুরআন বিকৃতিতে বিশ্বাস

শিয়াদের ধারণা, বর্তমান কোরআন রাসূল (সা) এর ওপর অবতীর্ণ কোরআন নয়। এটা হলো হযরত উসমান (রা) এর সাজানো কোরআন। এতে বহু যোগ-বিয়োগ হয়েছে।

খ. সাহাবাগণ সম্পর্কে বিশ্বাস

শিয়ারা সর্বদা সাহাবায়ে কেরামগণের সমালোচনা করে থাকে। তারা মনে করে সাহাবাগণ সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আলী (রা) এর ইমামত না মানার কারণে পূর্ববর্তি তিন খলিফা ও সাধারণ সাহাবায়ে কেরামগণকে শিয়ারা ধর্মত্যাগী মনে করে।

২. মওদুদিবাদ

মওদুদিবাদের প্রবর্তক ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদি। লাহোর থেকে প্রকাশিত 'তরজুমানুল কুরআন' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি এই মতবাদের সূচনা ও বিকাশ সাধন করেন। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ 'জঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত তার একটি আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, "তিনি ১৯০৩ সালে হায়দারাবাদে (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে তদানীন্তন স্কুল বোর্ডের অধীনে মেট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। তারপরে আর আনুষ্ঠানিকভাবে পড়াশুনা করার সুযোগ হয় নি। ইত্যবসরে পিতা প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হলে তাকেই সংসারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। জীবনের এই অধ্যায়ে নিয়ায ফতেহপুরী (বিশিষ্ট কমিউনিস্ট লিডার) এর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।"

এ ছাড়া জোশ মালিহাবাদী; যিনি উপমহাদেশের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে পরিচিত। তার সঙ্গেও মওদুদি সাহেবের ছয়-সাত বছর পর্যন্ত গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। জোশ মালিহাবাদির সঙ্গে তিনি উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একত্রে অনুবাদের কাজ করতেন। জোশ মালিহাবাদি বলেন, "তখনকার দিনে মওদুদি সাহেবের মধ্যে ইসলাম বা ইসলামী আন্দোলনের কোন কিছুই লক্ষ্য করা যায় নি। তারপর ১৯৩২ সালে থেকে তাঁর জীবনে হঠাৎ এক পরিবর্তন আসে।" তিনি ইসলাম-কুরআন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করার কাজে হাত দেন। গবেষণালব্ধ ফসলকে প্রকাশের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।

১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট তিনি তাঁর অনুসারিদের নিয়ে জামায়াতে ইসলামী নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তিগতভাবে মওদুদি সাহেব ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। সমকালীন কমিউনিস্ট বিপ্লবের নীতি-প্রকৃতি তার রপ্ত করা ছিল। ধীরে ধীরে তিনি পার্টিকে সেই কায়দায় ক্যাডার আন্দোলনে রূপদান করেন।

মওদুদিবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

মওদুদি সাহেবের বিভ্রান্তির মূল কারণ হলো তিনি ইসলামের মৌলিক চরিত্রটাই পরিবর্তন করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ইসলামকে রাজনীতি সর্বস্ব ধর্ম এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনকেই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে উপস্থাপন করেন। আর এ জন্য তিনি শরিয়তের চারটি মৌলিক পরিভাষার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

এ লক্ষ্যে তিনি পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত রব, ইলাহ, দীন ও ইবাদত এই চারটি পরিভাষার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেন। তার নিকট রব মানে শাসক, ইলাহ মানেও শাসক, দীন এর অর্থ রাষ্ট্র-সরকার ও ইবাদতের সঠিক অর্থ হলো রাষ্ট্রের আইন মান্য করা। (কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা : ১২-১৩)

মওদুদি সাহেবের নিকট নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এগুলো মূল ইবাদত নয় বরং এগুলো হলো ট্রেনিং কোর্স। তার মতে এ ইবাদতগুলো ইসলামের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং মূল উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করা। (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা : ২৭৩)

মওদুদি সাহেবের এই হেরফেরের কারণে গোটা শরিয়তের ধারণা পাল্টে যায়। গবেষণার ময়দানে বুনিয়াদে যারা ভুল করেন তাদের এক ভুল থেকে হাজারে ভুলের জন্ম হয়। মওদদি সাহেব যখন কোরআনের এই চারটি মৌলিক পরিভাষার নতুন ও বিকৃত অর্থ পেশ করলেন তখন প্রশ্ন উঠল, আজ অবধি কেউ তো এরূপ ব্যাখ্যা দেন নি। তখন তিনি বললেন, "রাসূল (সা) এর পরে আজ অবধি কোন মানুষ শব্দ চতুষ্টয়ের সঠিক অর্থ বুঝে নি। ফলে কোরআনের এক তৃতীয়াংশের বেশি শিক্ষা দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।"

প্রশ্ন উঠলো, আপনি কার কাছ থেকে এ ব্যাখ্যা শিখলেন? তখন তিনি বললেন, "আমি কারো কাছ থেকে কুরআন বুঝতে চেষ্টা করি নি। আমি নিজে কুআন অধ্যয়ন করে যা বুঝেছি তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।"

প্রশ্ন আসলো, রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনই যদি মূল দীন হয় তাহলে তো অনেক নবি তা অর্জন করতে পারেন নি। এতে তো তাদের দায়িত্বহীনতা বা অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। তখন তিনি বললেন, "নবিরা তো মাসুম নন। তারা আমাদের মতোই মানুষ। অতএব তাদের ভুল-ত্রুটি হতে পারে। এবং একই কারণে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করেছেন। তার মতে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নয়।

আকিদাসমূহ

আম্বিয়া আ.-গণ সম্পর্কে মওদুদী সাহেবের আকিদা

১. মওদুদী সাহেব বলেন, "এখানে আদম আ. থেকে প্রকাশিত ঐ মানবিক দুর্বলতার হাকিকত বুঝে নিতে হবে; যা আদম আ.-এর মধ্যে আত্মবিস্মৃতির জন্ম দিয়েছিল এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের বাঁধন ঢিলা হওয়া মাত্রই তিনি আনুগত্যের সু-উচ্চ মর্যাদা থেকে পাপের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিলেন।" (তাফহিমুল কোরআন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৩)

২. মওদুদী সাহেব বলেন, "হযরত দাউদ আ. তাঁর যুগে ইসরাঈলী সমাজের সাধারণ প্রথায় প্রভাবান্বিত হয়ে উরিয়ার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবেদন করেছিলেন।" (তাফহিমাত/ নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৩, আধুনিক প্রকাশনী)

৩. মওদুদী সাহেব বলেন, "হে নবী! (মুহাম্মদ সা.) সেই পবিত্র সত্তার নিকট কাতর কণ্ঠে আবেদন করুন, হে মালিক! এ তেইশ বছরের নববী জীবনে দীনের খেদমত আঞ্জাম দিতে গিয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনের বেলায় যে সকল ত্রুটি/ বিচ্যুতি আমার পক্ষ থেকে সংগঠিত হয়েছে, তা ক্ষমা করে দাও।" (কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃষ্ঠা-১১২, ৮ম প্রকাশ, আধুনিক প্রকাশনি-২০০২)

ইসমতে আম্বিয়া (নবীগণ নিষ্পাপ) এর দলিলসমূহ

১. قوله تعلى: لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة الاية

অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের মাঝেই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ (সূরা আহযাব : ২১)

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা. এর মধ্যে উত্তম আদর্শ থাকার কথা বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য রাসূলুল্লাহ সা. এর গোটা জীবনকেই আদর্শ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর দোষত্রুটি ও পাপ থেকে মুক্ত না হলে তাঁকে এরূপ আদর্শ ব্যক্তিত্ব আখ্যায়িত করা যেত না।

২. قوله تعلى: لا ينال عهدى الظالمين الاية

অর্থাৎ আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের প্রতি প্রযোজ্য নয় (সূরা বাকারা : ১২৪)

এই আয়াত থেকে বুঝা গেল নবুওত প্রাপ্তির পূর্বেও কোন নবী থেকে পাপ সংঘঠিত হয় না। কেননা পাপ হলে তারা জালেম সাব্যস্ত হয় আর জালেম নবুয়তের প্রতিশ্রুতি লাভের যোগ্য নয়।

৩. قوله تعلى: قل ان كنتم تحبون الله فتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم الاية

অর্থাৎ তুমি বলে দাও যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার অনুকরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। (সুরা আলে ইমরান : ৩১)

এই আয়াতে রাসূলের অনুস্বরণকে আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা অর্জন ও ক্ষমা লাভের মাপকাঠি স্থির করা হয়েছে। অতএব রাসূল থেকে পাপ হলে বলতে হবে পাপীর অনুস্বরণকে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন ও ক্ষমা প্রাপ্তির মাফকাঠি বানানো হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)।

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মওদুদী সাহেবের আকিদা

মওদুদী সাহেব বলেন, "আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কেউ সত্যের মাপকাঠি নয় এবং কেউ সমালোচনার ঊর্দ্ধেও নয়।" (জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র)

সাহাবায়ে কিরামের মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি হওয়ার দলিলসমূহ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল সাহাবী ঈমান, আমল, আখলাক, আদর্শ তথা সকল ক্ষেত্রে সত্যের মাপকাঠি। ঈমানের ক্ষেত্রে তারা সত্যের মাপকাঠি তার দলিল হলো কুরআনের আয়াত-

১. قال تعالى : يا ايها الذين امنوا كما امن الناس الاية

অর্থাৎ যখন তাদের কে বলা হলো এই লোকেরা যেমন ইমান এনেছে তোমরাও তদ্রুপ ঈমান আন (সুরা বাকারা : ১৩)।

মুফতী শফী সাহেব রহ.-এর বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ মাআরেফুল কুরআনে লিখেছেন সকল মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে আয়াতটিতে নাস বলে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। উম্মতের অন্য সকলের ঈমানকে মাপা হবে তাদেরই ঈমানের নিমিত্তে যার ঈমান সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের মাপে উত্তীর্ণ হবে সেই হবে যথার্ত ঈমানদার। আর যার ঈমান এই মাপে উত্তীর্ণ হবে না তার ঈমানও যথার্ত বলে বিবেচিত হবেনা।

২. আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

قوله تعالى : فان امنوا بمثل ما امنتم به فقداهتدو وان تولو فانما هم فى شقاق الاية

অর্থাৎ যদি তারা ঈমান আনে যেমন তোমরা ঈমান এনেছ তাহলে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হলো আর যদি বিমুখ হয়ে যায় তাহলে তারা সুদূর বিরোধে রয়েছে (সুরা বাকারা : ১৩৭)

মতবাদের ক্ষতিকর দিক

এ মতবাদের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো রাসূল (রা) থেকে আমাদের পর্যন্ত ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়া। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম বিতর্কিত হলে তাদের মাধ্যমে যে কোরআন-সুন্নাহ ও দীন আমরা লাভ করিছি তাতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে। আর তখন যে কোন কিছু ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়া সহজ হবে। সম্ভবত এ উদ্দেশ্যেই মওদুদি সাহেব চাতুর্যের সাথে নবি-রাসূল, সাহাবায়ে কেরামসহ পূর্ববর্তি উলামায়ে কেরামগণের সমালোচনা করে তাদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) বলেন, "সনদ বা বর্ণনা সূত্র দীনের অংশ। যদি সনদের নিয়ম না রাখা হত তাহলে যার যা ইচ্ছা বলে যেত।"

৩. মুতাযিলা মতবাদ

হিজরী ১ম শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্বাসের বিষয়ে দার্শনিক বির্তকের মধ্য দিয়ে মুতাযিলা মতবাদ সৃষ্টি হয়। এদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এরা আকলকে ওহীর বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের মতে আকল ওহীর চেয়ে অগ্রগণ্য। আকল ও ওহীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিল বুদ্ধি ও দর্শনের মাধ্যমে ওহীর ব্যাখ্যা করতে হবে।

খারেজী

সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে ৩৬ হিজরি সনে হযরত আলী (রা) এর সৈন্যদের থেকে সর্বপ্রথম তিনজন বিদ্রোহ করেন। তারা হলো- ১) আসয়াছ ইবনে কায়েস আল কিন্দী ২) মিসআর ইবনে ফাদাক আত তায়মী এবং ৩) যায়েদ ইবনে হুসাইন আততায়ী। তারা মোট আট দলে বিভক্ত।

আকিদাসমূহ

১. তারা নামাজ ও জামাআতের সুন্নাতকে অস্বীকার করেন।
২. হযরত আলী রা. এর প্রতি লানত দেন।
৩. তারা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে যায়েজ মনে করেন, তাকে হত্যা কিংবা অপসারণ করা ওয়াজিব বলেন।
৪. তারা পাপীকে কাফের মনে করেন।

আধুনিক খারেজীদের বিশ্বাস

ক. কোরআন বুঝার জন্য বুদ্ধি-বিবেকই যথেষ্ঠ
খ. সাহাবাগণসহ পূর্ববর্তি সকল মুসলিমকে ঘৃণা করা
গ. অনৈসলামিক শাসন ও আইন ব্যবস্থার সরকারকে কাফের বলা
ঘ. আনুগত্যের কারণে সাধারণ নাগরিকদের কাফের বলা